যুগান্তর

তারিখ ... 28 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সোনারগাঁয়ে শিক্ষকের পিটুনিতে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী আহত

এলাকাবাসীর বিক্ষোভ ভাংচুর : শিক্ষক বরখাস্ত

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার পানাম নগরীতে অবস্থিত শত বছরের পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোনারগাঁ জিআর স্কুল এন্ড কলেজের স্কুল শাখায় শনিবার এক ইংরেজি শিক্ষকের মাত্রাতিরিক্ত বেত্রাঘাতে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী মারাত্মক আহত হয়েছে। এ খবর অভিভাবক ও স্থানীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে এসে অভিযুক্ত শিক্ষককে একটি কক্ষে সাড়ে ৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা ওই শিক্ষকের বহিষ্কারের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা-জানালা ভাংচুর করতে থাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আহতদের স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, শনিবার বেলা আড়াইটায় সোনারগাঁ জিআর ইনস্টিটিউশন স্কুল এন্ড কলেজের স্কুল শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ কামরুল হাসান প্রতিদিনের মতো নবম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি ক্লাস

পিটুনি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

পিটুনি : শিক্ষকের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিচ্ছিলেন। শিক্ষক ক্লাস রুমে ইংরেজি বই না নিয়ে আসার অভিযোগ তুলে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের এলোপাতাড়ি বেত্রাঘাত শুরু করেন। এ সময় শিক্ষকের বেত্রাঘাতে অর্ধশত ছাত্রছাত্রী রক্তাক্ত জখম হয়। আহতরা হল— সাথী, সুমনা, সূচনা, মনি, রুপা, রিতা, নাসরিন, তাসলিমা, ফারজানা, নিলুফা, তানিয়া, হেনি, পারুল, রহিমা, নাসরিন, রেখা, নাজমুল, আসাদুজ্জামান, হাকিম, মজিব, মেহেদী, নাঈম, মনসুর, ইব্রাহীম, হোসেন, জামাল, মিনহাজ, ইমরান, আজিজুল, রমজান, ফারুক, অন্তরসহ আরও অনেকে। এ ঘটনা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও এলাকাবাসী স্কুলে অবস্থান নেয়। এ সময় উত্তেজিত জনতা শিক্ষকের বিচারের দাবিতে লাঠিসোটা নিয়ে স্কুলের মাঠে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। একপর্যায়ে জনতা অভিযুক্ত শিক্ষককে একটি ক্লাস রুমে ৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানের দরজা-জানালা, চেয়ার-টেবিল ভাংচুর করতে থাকে।

খবর পেয়ে সোনারগাঁ পৌরসভার মেয়র আলহাজ সাইদুর রহমান মোল্লা ও স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সোনারগাঁ থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতার রোষানলে পড়ে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তের ঘোষণা দেন। সোনারগাঁ পৌরসভার মেয়র ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা আজ বেলা ১১টায় স্কুল মাঠে তদন্তপূর্বক অভিযুক্ত শিক্ষকের বিচারের ঘোষণা দিয়েছেন। এতে অনেক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বিক্ষুব্ধ অভিভাবকরা জানান, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের শাসন করতে পারেন, তার মানে তাদের এলোপাতাড়ি বেত্রাঘাতের মাধ্যমে নয়। তারা এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের ইন্ধন রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন এবং ম্যানেজিং কমিটির অযোগ্যতাকে দায়ী করেন।

অভিযুক্ত শিক্ষক কামরুল হাসানের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে প্রতিদিন বলার পরও নিয়মিত ইংরেজি বই নিয়ে আসে না। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে আমি তাদের প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি বেত্রাঘাত করেছি। এতে কোন শিক্ষার্থী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক জানান, অভিযুক্ত শিক্ষকের বেতন কয়েকমাস ধরে প্রতিষ্ঠান অধ্যক্ষ আটকে রাখায় তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এ কারণে তিনি উত্তেজিত হয়ে এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারেন।

অধ্যক্ষ ময়েজউদ্দীন জানান, তিনি কি কারণে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন তা আমি জানতে পারিনি। আহত শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সুচিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। সোনারগাঁ থানার ওসি ইউনুস আলী জানান, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।